ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা ১৯৭৬

বুড়িগঙ্গা ২০০৮

ঢাকার নামকরণ

প্রায় চারশ বছরের পুরনো শহর ঢাকা। মোগল আমলে গোড়াপত্তন ঘটে এই শহরের। বাংলাদেশের প্রাণ এই তিলোত্তমা ঢাকা ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর। শহরের পুরনো দালানকোঠার প্রতিটি ইট-পাথরে জড়িয়ে আছে ইতিহাস আর ঐতিহ্য। ঢাকাকে বলা হয় 'বায়ান্ন বাজার তিপান্ন গলি'র শহর। এই ঢাকাকে ঘিরে রয়েছে নানা রূপকথা, ইতিকথা আর ঐতিহ্য। রূপকথার মতো বহু কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে ঢাকার নামকরণ নিয়ে, যা অনেক সময় আরব্য উপন্যাসকেও হার মানায়। ঢাকার নামকরণ নিয়ে একাধিক কাহিনীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

কথিত আছে, ১৬১০ সালে ঢাকার সুবেদার ছিলেন ইসলাম খান। ওই সময়ে তিনি ঢাকার নতুন সুবেদার হিসেবে নিযুক্ত হন। ঢাকার নবনিযুক্ত সুবেদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে তার বিশাল নৌবহর নিয়ে বুড়িগঙ্গার তীরে উপনীত হন। সামান্য দূরেই একদল পূজারীকে ঢাকঢোল বাদ্য নিয়ে অর্চনারত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ঢাকবাদকদের একত্রিত করেন। ঢাকবাদকদের একটি কেন্দ্রস্থলে নিয়ে গিয়ে ঢাক বাজাতে নির্দেশ দেন সুবেদার ইসলাম খান। শুরু হয় বাদ্যবাজনা। বাদ্য শুরুর পর ইসলাম খান তার তিনজন অনুচরকে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে যেতে বলেন। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে ঢোলের আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত গেল ততদূর সীমানা নির্ধারিত হলো। আর দক্ষিণ দিকের সীমানা নির্ধারিত হলো বুড়িগঙ্গা।

আহসান মনজিলে গভর্নর ফুলারকে স্বাগত জানাচ্ছেন নবাব। ১৯০৫

ঢাকা শহরের নামকরণ নিয়ে আরও বহু রূপকথার গল্প রয়েছে। জানা যায়, প্রাচীনকালে 'ঢাক্কা' শব্দের অর্থ ছিল পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি। এই অঞ্চলটি চারদিকে নদীনালা, খাল-বিল থেকে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ছিল। রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখান থেকে বিক্রমপুর ও সোনারগাঁয়ের প্রতি নজর রাখা হতো। এখানে একটি পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি তৈরি করা হয়। তা থেকেই ঢাকার আবির্ভাব বা ঢাকার নামকরণ।

আবার অনেকের মতে, বহু আগে এই অঞ্চল 'ঢাকা ব্রক্ষ' নামে এক ধরনের বৃক্ষে আচ্ছাদিত ছিল। ঢাকা বৃক্ষ থেকে ঢাক্কাবৃক্ষ। আর বৃক্ষ বাদ দিয়ে ঢাক্কা নামকরণ। তারপর মাঝের 'ক' বর্ণটি বাদ দিয়ে উচ্চারিত হতে লাগল ঢাকা। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, 'ঢাকা' থেকে ঢাকার নামকরণ। 'ঢাকা' শব্দের অর্থ পর্যটন কেন্দ্র। নদীনালা বেষ্টিত প্রাচীন ঢাকা ছিল প্রকৃতির মনোরম স্থান। তা অবলোকন করতে দেশি-বিদেশি বহু পর্যটক আসত। ফলে এই নামে এর পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। আবার 'ঢাক্কা' ভাষা নামে একটি প্রাকৃত উপভাষার অস্তিত্বের কথা কেউ কেউ বলেছেন। এ শহরের ভাষার নাম ছিল ঢাকাইয়া প্রাকৃত। তা থেকে ঢাকার নামকরণ।

টেলিবার্তা
আধুনিক ফোন